ইস্যু নং: ০১
৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭
দাম: ৪ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

সাধনা টিলার জমি ও মন্দির রক্ষায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন

দীঘিনালার বাবুছড়ার সাধনা টিলায় মন্দির ধ্বংস ও সরলপ্রাণ গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে সেখানে সেটলার বসিয়ে দেয়ার সেনা তৎপরতা অব্যাহত

সর্বশেষ খবর

গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে সেটলাররা সাধনা টিলায় পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ করতে গেলে দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পাহাড়িরা একতাবদ্ধ হয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করে তাড়িয়ে দেয়। পরে সেনা সদস্যরা সেটলারদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়। সেনা সহায়তায় সাধনা টিলায় সেটলারদের ঘরবাড়ি নির্মাণ এখনো অব্যাহত রয়েছে।

সাধনা টিলায় বন বিহারের পাশে সেটলাররা এভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করছে। ১৯ আগষ্ট তোলা ছবি।

রয়েছে। পুনর্বাসনের জন্য পরিবার প্রতি এককালীন ৫০ হাজার, প্রতি মাসে এক হাজার টাকা ভাতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ও পুনর্বাসনের আগে জঙ্গল পরিষ্কার ও ঘর তোলার জন্য উচ্চ হারে মজুরী দেয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ সেটলারের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর সেনা সদস্যরা এখন নিজেরাই ৩০ আগষ্ট থেকে সাধনা টিলায় জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে নেমে পড়েছে। তারা বন বিহারের কাছে কমলা বাগান স্কুলের চারদিকে ঝোপ ঝাঁড় পরিষ্কার করছে। তবে সেনাদের কিছু সংখ্যক দালাল সেটলার এখনো সাধনা টিলায় হানা দেয়া অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে।

জনগণের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে উগ্রবাদী সেনারা এতদিন সাধনা টিলা বেদখল করতে ব্যর্থ হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পাঁয়তারা শুরু করেছে। উদ্দেশ্য পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে সাধনা টিলা বেদখলের অজুহাত সৃষ্টি করা। এখানে দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য দালাল সেটলারদের দিয়ে উস্কানিমূলক কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হল:

১. গত ২৩ আগষ্ট ২০০৭ বিকেল ৫টার দিকে সেটলার দালালরা বিহারের ঘেরা ভেঙে ঢুকে উস্কানিমূলকভাবে গাছ কাটতে থাকে। প্রতিবাদ করা হলে তারা ২য় পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয় নোট

দেশে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জোরজবরদস্তি করে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে সেটলারদের বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা চরম অন্যায়, অমানবিক ও আইনের পরিপন্থী। কোন সভ্য সমাজ এ ধরনের অবিচার ও জুলুমবাজি মেনে নিতে পারে না। তাই সঙ্গত কারণেই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে উঠছে।

স্বাধীনতার পর কোন সরকারের আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলো সুবিচার পায়নি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে দেশের শাসকগোষ্ঠি জাতিসত্তাগুলোর জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র জারী রেখেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই ধারা পরিবর্তন হওয়ার বদলে বরং জোরদারই হয়েছে।

ভূমি ছাড়া একটি জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জায়গা জমি কেড়ে নেয়া মানেই হলো জাতিসত্তাগুলোকে গলা টিপে হত্যা করা। শাসকগোষ্ঠির এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির মুখপত্র হিসেবে "পিতৃভূমি" নামে এই বুলেটিন অনিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাপানে স্মারকলিপি পেশ

স্মারকলিপি দেয়ার আগে টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

৩১ আগষ্ট জাপান প্রবাসী পাহাড়িদের সংগঠন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান (জেপিএন-জে) টোকিওতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। দীঘিনালাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় চলমান ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই স্মারকলিপি দেয়া হয়। জেপিএন-জে ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংগঠন ও ব্যক্তি উত্থাপিত দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। সংগঠনের মধ্যে রয়েছে জুম্ম আইয়ুমুকাই (Jumma Ayumukai), সিভিক-এ্যাকশন-চিবা (Civic-Action - Chiba), জুম্ম নেট-জাপান, জুম্ম পিপল মুভমেন্ট ইন ইউএসএ, মোরি নো তামি নো কাই (Mori no tami no Kai) ও জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক অব দ্য এশিয়া প্যাসিফিক-অস্ট্রেলিয়া। আমেরিকা থেকে স্বাক্ষর করেন বুদ্ধরত্ন ভিক্ষু।

স্মারকলিপির কপি পেশ করা হয় জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাপানস্থ মার্কিন দূতাবাস, জাপানস্থ ইউরোপিয়ান কমিশনের দূতাবাস, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশে ঢাকায় অবস্থিত জাপান দূতাবাস, সংবাদ মাধ্যম এবং দেশী বিদেশী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিকে।

স্মারকলিপিতে সাম্প্রতিক ভূমি বেদখলের ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়, "আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, সাম্প্রতিক ভূমি বেদখলের ঘটনাগুলো আপনার সরকারের অজ্ঞাতে ঘটেছে এবং এতে আপনার সরকারের সমর্থন নেই। আমাদের ধারণা পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক প্রশাসনের একটি স্বার্থবাদী গোষ্ঠি গোলযোগ সৃষ্টি ও আপনার সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব ঘটনা সংঘটিত করেছে।" ২য় পাতায় দেখুন

সাধনা টিলার জমি ও মন্দির রক্ষায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন

১ম পাতার পর

ভান্তেদেরকে অশ্লীল ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এরপর তাদের দলনেতা মালেক এসে আরো একবার ভান্তেদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ বর্ষণ করে। ভান্তে ও উপস্থিত দায়ক দায়িকাদের কোন মতে উত্তেজিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর তারা ভান্তেদের হাতে বন্দুক আছে বলে মিথ্যে অভিযোগ করে সেনাদের জানায়। পরে তাদের সে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

২. সেটলাররা সাধনা টিলায় বাদি মরহা চাকমার বাড়ির উঠোনে বাড়ি নির্মাণের জন্য খুঁটি গাড়ে। তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পরই কেবল তারা খুঁটিগুলো তুলে নেয়।

৩. গত ২৯ আগষ্ট দুইটি জীপে করে সেটলাররা ঘর নির্মাণ করতে সাধনা টিলায় যায়। তাদের সেখানে পৌঁছার আগে সকাল আটটার দিকে একদল আর্মি, পুলিশ ও আনসার টিলায় অবস্থান নেয়। জানা গেছে ঐ দিন তারা সবাই মিলে সেখানে সবেবরাত পালন করে।

৪. গত ১ সেপ্টেম্বর দুপুর বারটার দিকে মালেক ও চাঁন মিঞার নেতৃত্বে সেনা মদদপুষ্ট দালাল সেটলাররা বিহারের সাইনবোর্ড তুলে নিয়ে ভেঙে দেয় এবং ভান্তেদের বর্বর ভাষায় গালিগালাজ করে ও হুমকি দেয়। ঘটনার পর পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ বিষয়টি দীঘিনালা টিএনও-কে জানান। তিনি বলেন জোন কমান্ডার নাকি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ভান্তেদের কিছু করা হবে না। অভিযোগের পরও ধর্মীয় অবমাননাকারী সেটলার দালালদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

৫. গত ২ সেপ্টেম্বর সেনা মদদপুষ্ট সেটলার দালালরা সাধনা টিলায় নিজেদের তৈরি করা কিছু খুপড়ি ঘর ভেঙে ফেলার পর প্রচার করতে থাকে যে সেগুলো পাহাড়িরা ভেঙে দিয়েছে। উদ্দেশ্য দাঙ্গা বাঁধানোর অজুহাত সৃষ্টি করা। কিন্তু তাদের সে ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়।

সত্যেন্দ্রিয় চাকমাকে আবারো হুমকি

দীঘিনালা জোন কমান্ডার কামরুল হাসানসহ অন্যান্য সেনাকমান্ডার ও সেটলার দালালদের জোরপূর্বক ভূমি দখলের কাহিনী তুলে ধরে ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটি লিফলেট প্রকাশ করে। এতে তাদের সকল দুষ্কর্ম ও ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে জোন কমান্ডার বিষধর সাপের মতো ফণা তুলে ৫০ নং বাঘাইছড়ি মৌজার হেডম্যান সত্যেন্দ্রিয় চাকমার ওপর ছোবল মারতে উদ্যত হন। তিনি গত ৩০ আগষ্ট হেডম্যানকে জোন দপ্তরে ডেকে নিয়ে উক্ত প্রচারিত লিফলেট সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করেন, হুমকি দেন এবং সাধনা টিলায় সেটলার পুনর্বাসনে রাজী হওয়ার জন্য চাপ দেন।

সাধারণ সেটলারদের ওপর চাপ

সবার কাছে স্পষ্ট যে সাধারণ সেটলাররা সাধনা টিলায় যেতে অনিচ্ছুক। তারা পাহাড়িদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতে যেতে চায় না। অভিযোগ আছে যে তাদেরকে সরকার প্রদত্ত রেশন কার্ড বাতিলের হুমকি দিয়ে সাধনা টিলায় জঙ্গল কাটতে বাধ্য করা হচ্ছে। বাবুছড়া বাজারের হিন্দু-বড়ুয়াসহ বাঙালিদেরকে সাধনা টিলা দখলের জন্য জঙ্গল কাটতে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। অনেকে কাজের উছিলা দিয়ে অন্যত্র সরে পড়ছে। বাবুছড়ার "ই" আদ্যাক্ষর যুক্ত নামের একজন বাঙালি গত ইউপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী জনৈক পাহাড়িকে বলেন, "আমি তিন দিন জঙ্গল কাটতে দেছি (সাধনা টিলায়), মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার। কি করবো জোর করেছে, তাই যেতে হয়েছে। তবে আর যাব না।"

মেরুং এর জনৈক সেটলার পাহাড়িদের একান্তে ডেকে বলেন, আমরা সাধনা টিলায় আসতে চায় না। আর্মিরা জোর করে নিয়ে আসে। না আসলে রেশন কার্ড বাতিল হবে। মারামারি করে কি লাভ আমাদের?"

তবে সাধারণ সেটলারদের মনোভাব এমন হলেও, তাদের মধ্যে কিছু দালাল রয়েছে যারা সেনা কমান্ডারদের কথায় উঠে বসে। এরা সেটলারদের জন্য বরাদ্দ সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে ও সেনাদের দালালী করে দু'পাইস কামাই করে। এরাই সেটলারদেরকে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ফায়দা লুটতে চায়।

কয়েকটি জরুরী প্রশ্ন?

বাবুছড়া থেকে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার উত্তরে সাধনা টিলা। এর আয়তন আনুমানিক ৩০০ একর। এখানে রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারের একটি শাখা বন বিহার রয়েছে, যা শ্রদ্ধেয় নন্দপাল ভান্তে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তার আগে ১৯৮৩-৮৪ সালে সরকার সেখানে জোরপূর্বক পাহাড়িদের উচ্ছেদ করে ৮১২ পরিবার সেটলার বসিয়ে দেয়। পরে প্রবল প্রতিবাদের মুখে তাদের প্রায় অর্ধেক একেবারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যায়, আর বাকিদের সরকার দীঘিনালার অন্যত্র বসিয়ে দেয়। ১৯৯৭ সালে চুক্তির পর ভারতের ত্রিপুরা থেকে পাহাড়ি শরণার্থীরা ফিরে এলে অনেকে হেডম্যানের অনুমতি নিয়ে সাধনা টিলায় তাদের পূর্বের জায়গায় ফিরে যান। সাধারণভাবে প্রশ্ন হলো, ১. সাধনা টিলার উক্ত জায়গা বাঙালিদের হয়ে থাকলে এত বছর তারা চুপ করে থাকতো না। তাই হঠাৎ করে জরুরী অবস্থার সময় কেন ঐ জমি দখলের জন্য মেজর কামরুল হাসান এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন? ২. জমির দলিল ছাড়া শুধু গায়ের জোরে অপরের জায়গা জমি বেদখলের নির্দেশ একজন সেনা অফিসার হয়ে তিনি কিভাবে দিতে পারেন? ৩. যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে সাধনা টিলার জমি সেটলারদের, তাহলে সেই জমি প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেয়ার জন্য রয়েছে আইন আদালত ও পুলিশ। তিনি দেশের আইন আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান কিসের জোরে? ৪. চুক্তিতে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ধরনের ভূমি সমস্যার সমাধান করবে ভূমি কমিশন। জোন কমান্ডারকে কি ভূমি কমিশন ক্ষমতা দিয়েছে সাধনা টিলার জমিতে বেআইনীভাবে সেটলার বসিয়ে দিতে? ৫. বর্তমান সরকার বাঘা বাঘা দুর্নীতিবাজ ও গডফাদারদের গ্রেফতার ও বিচার করছে। এমনকি প্রাক্তন ও বর্তমান সেনা সদস্যরাও বাদ যাচ্ছেন না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে মেজর কামরুল হাসানদের মতো সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা ভূমি দস্যুদের কেন শাস্তি হয় না? কেন সরকারের কাছে এত আবেদন নিবেদনের পরও সাধনা টিলায় সেটলার বসানোর প্রক্রিয়া এখনো বন্ধ করা হয়নি? তাহলে কি মেজর কামরুল হাসান যা করছেন তার প্রতি এ সরকারসহ উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সম্মতি রয়েছে? নাকি সরাসরি নির্দেশ রয়েছে? আমরা এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।

সাধনা টিলা রক্ষা করতে হবে

যে কোনভাবেই হোক সাধনা টিলা রক্ষা করতে হবে। এ জমি আমাদের। আমাদের ওপর অনেক অন্যায় অবিচার হয়েছে। পিছনে যাওয়ার আর জায়গা নেই। প্রতিরোধই এখন একমাত্র পথ। আমাদের বাপ দাদার সম্পত্তি রক্ষা করতেই হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেক নাগরিকের এটা আজ এক পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং দীঘিনালার সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান সংগঠিত হোন। লড়াইয়ের মাঠ ছাড়বেন না। ■

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাপানে স্মারকলিপি পেশ

১ম পাতার পর

পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী উদ্যোগে চার লক্ষ সেটলার পুনর্বাসনকে এ অঞ্চলে দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবিশ্রান্ত উৎস হিসেবে উল্লেখ করে স্মারকলিপিতে পাহাড়ি জাতিগুলোর প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দাবি করা হয়।

এছাড়া স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত দাবি জানানো হয়: ১. খাগড়াছড়ি জেলার মেরুং, বোয়ালখালি, কবাখালি, বাবুছড়া ও বান্দরবানের বিভিন্ন অঞ্চলসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে অবিলম্বে ভূমি বেদখল বন্ধ করা এবং বেআইনীভাবে দখলকৃত জমি স্ব স্ব মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া; ২. খাগড়াছড়ি জেলাধীন বাবুছড়ার সাধনা টিলা ও নারেছড়ি-ধনপাদা টিলায় সেটলার বসানোর পরিকল্পনা বাতিল করা; ৩. বাংলাভাষী সেটলারদেরকে ভূমি জনগণের বিরুদ্ধে জাতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা এবং জীবিকার উপায়সহ তাদেরকে সমতলে পুনর্বাসনে নীতিগতভাবে সম্মত হওয়া; ৪. ভূমি বেদখল ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা সেনা অফিসার ও সেটলারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ধরনের নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা; ৬. জরুরী অবস্থা তুলে নেয়া এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া; ৭. বহু হেফাজতী মৃত্যু ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার জন্য দায়ি তথাকথিত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করা এবং ৮. পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা।

প্রবাসী পাহাড়িদের আরো খবর:

সাধনা টিলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখলের ঘটনা প্রবাসী পাহাড়িদেরকেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে তারাও প্রতিবাদে শরীক হচ্ছেন। আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে প্রবাসী পাহাড়িরাও বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাবেন বলে খবর পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রবাসী ৩য় পাতায় দেখুন

সাধনা টিলা সম্পর্কে জাতিসংঘের

শেষ পাতার পর

রয়েছে। তারা পাহাড়িদের প্রতিবাদ করতে উস্কানি দেয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে যাতে তারা (অভিবাসীরা) পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ফুল স্কেল দাঙ্গা শুরু করার মওকা পেয়ে যায়।

উক্ত দুই মানবাধিকার সংগঠন এ ব্যাপারে তুলে ধরে বাংলাদেশ সরকারের কাছে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাতে জাতিসংঘের কাছে অনুরোধ জানায়। এ গুলো হলো সাধনা টিলায় সেটলার বসানো ও পাহাড়িদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ বন্ধ করা; সাধনা টিলা বৌদ্ধ মন্দির অপবিত্রকরণ ও ধ্বংসকরণ বন্ধ করা এবং বৌদ্ধ মন্দির অপবিত্রকরণের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করা; এবং সত্যোন্দ্রিয় চাকমাসহ পাহাড়ি নেতা কর্মিদের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান বন্ধ করা।

যাদের কাছে আবেদন জানানো হয় তারা হলেন, জাতিসংঘের ধর্মীয় ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক স্পেশাল র‌্যাপটিয়ার আসমা জাহাঙ্গীর, মানবাধিকার পরিস্থিতি ও আদিবাসী জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত স্পেশাল র‌্যাপটিয়ার মি. রোডোলফো স্ট্যাভেনহাগেন, পর্যাপ্ত জীবন যাত্রার মানের অধিকারের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত গৃহ সংস্থান সম্পর্কিত স্পেশাল র‌্যাপটিয়ার মি. মিলুন কোঠারী এবং মানবাধিকার কর্মি বিষয়ক সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি হিনা জিলানী।

ভূমি বেদখল সংক্রান্ত আরো খবর

শেষ পাতার পর

সূতকর্মা পাড়া ও মানিক্যা পাড়ার ২৯ ব্যক্তির ১৬০ একর, সূতকর্মা পাড়ার ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের ৮ একর ও ২৪২ নং পূজগাঙ মৌজার অক্ষয় কুমার কার্বারীর ৭ একর রয়েছে। এছাড়া মালেক চেয়ারম্যান গংরা ২০০২ ও ২০০৩ সালে উত্তর শান্তিপুর গ্রামের চিরকুমার চাকমা পিতা কালেঞ্জয় চাকমা, নাক্কো কালা চাকমা পিতা পঞ্চরতন চাকমা, কালাবাঘা পিতা মগ্যা চাকমা, কীর্তি কিশোর চাকমা পিতা অজ্ঞাত, দিলোচধন চাকমা পিতা অজ্ঞাত, পেইক গুল চাকমা পিতা সুরদাশ, মনিলাক্ষ চাকমা পিতা কামিনী রঞ্জন চাকমা, সুনিত্যা চাকমা পিতা কামিনী রঞ্জন চাকমা ও প্রমোদ বিকাশ চাকমা পিতা নবীন চন্দ্র চাকমার জমি জোরপূর্বক দখল করেছে।

পূর্বগামারীঢালা, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি সদরের দক্ষিণে ২৫৯ নং দাতকুপ্যা মৌজার পূর্ব গামারীঢালা গ্রামে ২০০ পরিবার সেটলারকে বসানো হয়েছে। ভুয়াছড়ি, মালছড়ি, চংড়াছড়ি, মানিকছড়ি, জয়সেন পাড়া, কালা পাহাড়, খাগড়াছড়ি শহরের শালবন ও মাইসছড়ির আম ও লিচু বাগান থেকে এদেরকে নিয়ে আসা হয় গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে। সেনাবাহিনী সরাসরি এই সেটলার বসানোর কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে। যে সব সেটলার পরিবার ঐ নতুন বসতি এলাকায় যেতে অনিচ্ছুক তাদের রেশন কার্ড বাতিলসহ অন্যান্য সরকারী সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রথমদিকে সেটলার পরিবারগুলোকে দাতকুপ্যা সেনা ক্যাম্পের পাশে জড়ো করা হয়। পরে তাদেরকে পাহাড়িদের জায়গায়, এমনকি তাদের বসতবাড়ির পাশে বসিয়ে দেয়া হয়। পাহাড়িরা প্রতিবাদের করলে আরো বেশী বসতি সম্প্রসারণ করা হয়। এক পর্যায়ে এলাকার মুরুব্বীরা পাহাড়িদের বেদখলকৃত জমির বৈধ কাগজ পত্র প্রদর্শন করে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। স্থানীয় সেনা কমান্ডার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভূমি বন্টনের জন্য পাহাড়ি-বাঙালি প্রতিনিধিসহ ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। উদ্দেশ্য হলো প্রথমত জমি বেদখলের কাজকে কিছুটা হলেও বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, কমিটির স্বল্প সংখ্যক সদস্যকে প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে কব্জা করে সেটলার বসানোর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা। কমিটির নামের মধ্যেই সেনাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। জমি বন্টনের প্রশ্ন উঠবে কেন? এখানে কি ভূমি সংস্কার হচ্ছে নাকি অন্য কিছু? কমিটির একজন পাহাড়ি সদস্যের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে। ■

কবাখালিতে সেটলার কর্তৃক জায়গা বেদখল

২৪ আগষ্ট ২০০৭। দীঘিনালার ৫১ নং কবাখালি মৌজায় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটলাররা ১৭ জন পাহাড়ির মালিকানাভুক্ত মোট ৫৯ একর পাহাড়ি জমি বেদখল করেছে। গত ১ থেকে ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত জোরপূর্বক দখল কার্যক্রম চলে। হাসিনসন পুর গ্রামের প্রাক্তন মেম্বার মোঃ আবু তালেব, কবাখালি বাজারের সেটলার প্রাক্তন মেম্বার মোঃ কাদের, পিসি হানিফ, মোঃ বেলাল সওদাগর, মোঃ মান্নান লিডার, মোঃ ইদ্রিস, মোঃ রোশন-এর নেতৃত্বে সেটলাররা ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য ঐ জমিতে জঙ্গল পরিষ্কার করে। সেটলার ও সেনাদের পাশাপাশি আনসার ও ভিডিপিরাও বেদখল অভিযানে অংশ নেয়। বাধা দিয়েও কোন কাজ হয়নি।

জানা গেছে কবাখালি মৌজায় ২০০ পরিবার সেটলারকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে।

যাদের জমি বেদখল হয়েছে তারা হলেন রিজাভছড়া গ্রামের নিগিরা মোহন চাকমা বয়স ৫০ পীং মৃত শহর আলী চাকমা (২ একর), কুসুম চাকমা বয়স ৪০ পীং মৃত চাগা শিরা চাকমা (২ একর), শান্তি কুমার চাকমা বয়স ৪৩ পীং মৃত চাগা শিরা চাকমা (৪ একর), আনন্দ বিজয় চাকমা বয়স ৩৫ পীং মৃত দেবাকালা চাকমা (২একর), ধর্মধন চাকমা বয়স ৫২ পীং মৃত নিশিচন্দ্র চাকমা (৪একর), বিন্দু চাকমা বয়স ৩৬ পীং মৃত শরৎ কুমার চাকমা (২ একর), অমলেন্দু চাকমা বয়স ৪০ পীং মৃত শরৎ কুমার চাকমা (৩ একর), রবীন্দ্র চাকমা বয়স ৪৬ পীং মৃত শরৎ কুমার চাকমা (৩ একর), কালারাম চাকমা বয়স ৫২ পীং মৃত পেচ্ছো চাকমা (৩ একর), বিনয় শঙ্কর চাকমা বয়স ৫১ পীং রত্ন কুমার চাকমা (৩ একর), অমর বিজয় চাকমা বয়স ২৮ পীং কৃষ্ণ মনি চাকমা (৪ একর), লক্ষীরাম চাকমা বয়স ৫৮ পীং মৃত হরিকিষ্ট চাকমা (৪ একর), বড় চাকমা বয়স ৩৫ পীং অনিল চাকমা (৪ একর), কালাচান চাকমা বয়স ৫১ পীং অনিল চাকমা (৪ একর), করুণাময় চাকমা বয়স ৩৭ পীং দূর্বলাল চাকমা (৫ একর), দয়াময় চাকমা বয়স ৪২ পীং দূর্বলাল চাকমা (৫ একর) ও চিরঞ্জীব চাকমা বয়স ৪৫ পীং অনিল চাকমা (৫ একর)।

মেরুং-এর জয়ন্ত কুমার কার্বারী পাড়ায় ভূমি বেদখল

২৩ আগষ্ট ২০০৭। দীঘিনালা থানাধীন মেরুং এলাকার জয়ন্ত কুমার কার্বারী পাড়ায় সেটলাররা পাহাড়িদের বন্দোবস্তিকৃত জমি বেদখল করে সেখানে আজ পর্যন্ত ৫টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। গত ২ আগষ্ট থেকে আকবর লিডারের নেতৃত্বে এক দল সেটলার পাহাড়িদের জমিতে জঙ্গল কাটা শুরু করে। চঙরাছড়ি ক্যাম্পের সিরাজ সুবেদার (৩৭ বেঙ্গল, ৪ বীর) সেটলারদের এই ভূমি আগ্রাসনে পূর্ণ সহযোগিতা দিচ্ছে।

জয়ন্ত কুমার চাকমার নেতৃত্বে স্থানীয় মুরুব্বীরা গত ৭ আগষ্ট ক্যাম্পে গিয়ে তার সাথে দেখা করে প্রতিবাদ জানালে উক্ত সেনা কমান্ডার সেটলারদের সাথে কথা বলে সমস্যাটি সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি তার কথা রাখেননি।

অন্যদিকে ভূমি বেদখলকারী সেটলারদের বাধা দেয়া হলে তারা জানায় তারা আকবর লিডারের লোক এবং সুবেদার সাহেবের নির্দেশে তারা কাজ করছে।

যে জমি সেটলাররা বেদখল করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করছে সে জমি পাহাড়িদের বন্দোবস্তীকৃত জমি এবং তাদের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেনাদের উস্কানিতে সেটলাররা উক্ত জমি কেড়ে নিতে উঠে পড়ে লেগেছে।

আকবর লিডারের নেতৃত্বে জঙ্গল সাফ করার কাজ করছে চঙরাছড়ি গ্রামের কারি লিডার (৫৫), জয়নাল (৫০), মিলন ফরাজী (৩৮), পান্না মিঞা (৪০), বেলায়েত হোসেন (৪২), কাশেম (৪০), মাসুম (৪৫) পীং কুদ্দুস ফরাজী, সারোয়ার (৩৩) ও বাচ্চু মিঞা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাপানে

২য় পাতার পর

পাহাড়িরাও বসে নেই। তারা সে দেশে তাদের বাস্তবতা অনুযায়ী সোচ্চার রয়েছেন।

শ্রীলংকা

শ্রীলংকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, সেখানে প্রবাসী পাহাড়ি ভিক্ষু ও শ্রমণরা গত ৫ সেপ্টেম্বর এক মিটিঙে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ কলম্বোতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখল ও সেটলার বসতি সম্প্রসারণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সাধনা টিলা সম্পর্কে জাতিসংঘের কাছে মানবাধিকার সংগঠনের চিঠি

ভারতের নতুন দিল্লী ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ও এশিয়ান ইন্ডিজিনাস এন্ড ট্রাইবাল পিপল্‌স নেটওয়ার্ক সাধনা টিলায় সেটলার পুনর্বাসন বন্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস-এর ডিরেক্টর সুহাস চাকমা ও এশিয়ান ইন্ডিজিনাস এন্ড ট্রাইবাল পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-এর সহকারী ডিরেক্টর রাজেশ রাওয়াট দীঘিনালার সাধনা টিলার সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরে এ আবেদন জানান।

তারা বলেন, পরিস্থিতি এতই খারাপ যে, যদি পাহাড়িরা তাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের মন্দির ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তাহলে সেখানে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমতলের বেআইনী অভিবাসীরা সব সময়ই দাঙ্গা ঘটানোর তালে ৩য় পাতায় দেখুন

ভূমি বেদখল সংক্রান্ত আরো খবর

কবাখালি

দীঘিনালার কবাখালি মৌজায় সেটলাররা পাহাড়িদের দখলিসত্ত্বাধীন ৩০০ একর পাহাড়ি জায়গা বেদখল করেছে। এসব বেদখল হওয়া জমিতে পাহাড়ি মালিকদের সৃজিত বাগান রয়েছে। সেটলাররা সেখানে বাড়ি তৈরি করে দিনের বেলায় অবস্থান করছে। কবাখালি মৌজার উক্ত জমিতে বসানো ৮৫ পরিবার সেটলারের তালিকা পাওয়া গেছে। মেজর কামরুল দীঘিনালায় সেটলার বসতি সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত তৎপর। সে বিভিন্ন জায়গায় এ ব্যাপারে মিটিং করছে। নুনছড়ি ও দীঘিনালা মৌজায়ও সেটলার বসানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

পানছড়ি

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলাধীন লতিবান ইউনিয়নের ২৪৬ নং ছোট পানছড়ি মৌজার উত্তর ও দক্ষিণ শান্তিপুর গ্রাম, সুতকর্মা পাড়া ও মানিক্যা পাড়ার শতাধিক গ্রামবাসীর প্রায় ২৫০ একর রেকর্ডভুক্ত ও দখলিভুক্ত জায়গা (বংশ পরম্পরায় ভোগদখলকৃত) বাঙালি সেটলার কর্তৃক বেদখল হয়ে গেছে। গত শতকের ৮০ দশক থেকে এ বেদখল প্রক্রিয়া শুরু হলেও, বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে তা প্রকট আকার ধারণ করে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় লতিবান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মালেক গংরা ২০০২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাহাড়িদের মালিকানাধীন ২০০ একরের বেশী জমি বেদখল করেছে। এর মধ্যে ৩য় পাতায় দেখুন

এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এর সাপ্তাহিক রিভিউ:

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ দাঙ্গার প্রান্তসীমায় বাস করছে

জাতিসংঘের বিশেষ পরামর্শক মর্যাদাপ্রাপ্ত নয়া দিল্লী ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস তাদের সাপ্তাহিক রিভিউতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধনা টিলায় জোরপূর্বক সেটলার বসানোর প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দাঙ্গা উন্মুখ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে। এছাড়া জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে দীঘিনালা ও বান্দরবানসহ বিভিন্ন এলাকার পাহাড়িদের জমি বেদখল ও পাহাড়ি রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নিপীড়নের অভিযোগও করা হয়েছে। গত ২৯ আগষ্ট Bangladesh: Indigenous peoples living on the edges of riots শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত রিভিউর শুরুতে বলা হয়, "বাংলাদেশ সেনা প্রধান ও দেশের প্রকৃত শাসক জেনারেল মইন ইউ আহমেদ গতকাল অর্থাৎ ২৮ আগষ্ট ২০০৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা সফর করেছেন। এই সফর সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলা না হলেও এবং বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে এ সম্পর্কে খবর প্রকাশিত না হলেও, তার এ সফর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার পুনর্বাসন ও আদিবাসী জুম্ম রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ওপর নিপীড়ন জোরদার করেছে।"

সাধনা টিলার ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়, "দীঘিনালার অধীন সাধনা টিলা হলো সংঘাতের মূল কেন্দ্র। প্রায় তিন শ একর জায়গা জুড়ে থাকা সাধনা টিলায় রয়েছে একটি বৌদ্ধ ভাবনা কেন্দ্র ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আদিবাসী জুম্ম পরিবার। গত ১৩ আগষ্ট ২০০৭ থেকে আদিবাসী জুম্ম জনগণ ও সেনা ও পুলিশ সমর্থনপুষ্ট সমতলের বেআইনী অভিবাসীরা যে কোন সময় ঘটতে পারে এমন একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাছাকাছি অবস্থান করছেন। দীঘিনালা জোন কমান্ডার মেজর কামরুল হাসানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা ৮০০ অধিক সেটলার পরিবারকে বসানোর উদ্দেশ্যে আবনা কেন্দ্রের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আদিবাসী জনগণকে সাধনা টিলা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

"আদিবাসী পাহাড়ি জনগণ ঐ নির্দেশ অমান্য করার পর, ট্রাক ও জিপ ভর্তি সেটলার সাধনা টিলায় এসে ঘরবাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ মন্দিরের চতুর্দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের প্রহরায় ও নির্দেশনায় জঙ্গল পরিষ্কার করতে থাকে। সেনা সদস্যরা সেখানে পুনর্বাসিত হতে আগ্রহী প্রতি সেটলার পরিবারকে এককালিন ৫০ হাজার টাকা ও প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা ভাতা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বলে জানা গেছে। যে সব সেটলার সাধনা টিলায় যেতে অনাগ্রহী তাদের রেশন কার্ড বাতিলের হুমকি সেনা সদস্যরা দিয়েছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দীঘিনালার স্থানীয় প্রশাসককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটলারদেরকে জাল দলিল সরবরাহ করতে।

"বেআইনী অভিবাসীরা দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য উত্তেজিত হয়ে আছে। গত ২৩ আগষ্ট ২০০৭ বিকেল ৫টায় একদল সেটলার মন্দিরের ঘেরা ভেঙে ঢুকে পড়ে এবং মন্দিরের গাছ পালা কাটতে থাকে। যখন গ্রামবাসীরা এতে বাধা দেয়, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অস্ত্র আছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করে এবং মন্দির তল্লাশী করতে উদ্যত হয়। পরে ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমার হস্তক্ষেপে পাহাড়ি ও বেআইনী অভিবাসীদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। ঘরোয়া রাজনীতি বজ্রের কারণে পাহাড়িরা এসব ঘটনা তুলে ধরতে পারছে না।

"যদি জেনারেল মইন ইউ আহমেদের সফরের পরও বৌদ্ধ মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সাধনা টিলায় বসবাসরত পাহাড়ি জনগণ উচ্ছেদ হয়, তাহলে এতে আর একবার প্রমাণ হবে যে পাহাড়িদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বেআইনী অভিবাসী পুনর্বাসনের মতো বর্ণবাদী কর্মসূচীর প্রতি বাংলাদেশের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।"

সাধনা টিলা ছাড়াও দীঘিনালার বিভিন্ন অঞ্চলে জমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসনের চিত্র রিভিউতে তুলে ধরা হয়েছে। জরুরী অবস্থা জারীর পর পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন বহির্ভূত হত্যাকান্ড ও পাহাড়ি নেতাকর্মিদের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের কাহিনীও এতে স্থান পেয়েছে। রিভিউতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইন বহির্ভূত হত্যাকান্ড, ইচ্ছে মাফিক ধরপাকড়, বেআইনী বন্দীকরণ, মিথ্যা মামলা সাজানো এবং প্রতিনিয়ত ঘেরাও, সামরিক অপারেশন, অত্যাচার ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আইন বহির্ভূত হত্যাকান্ডের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, গত ৫ আগষ্ট ২০০৭ রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচরে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে রাসেল চাকমা এবং ৭ মার্চ ২০০৭ একই থানাধীন খিলাছড়িতে সেনা নির্যাতনে ফেসেরা চাকমা মৃত্যু বরণ করেন।

রিভিউতে সুয়ালক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সুয়ালক মৌজার হেডম্যান রাংলাই মুরুং, ইউপিডিএফ নেতা মিন্টন চাকমা, শরণার্থী নেতা সন্তোষিত চাকমা ওরফে বকুল, প্রাক্তন শান্তিবাহিনীর কমান্ডার তাতিন্দ্র লাল চাকমা পেলে, জেএসএস সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ানসহ কমপক্ষে ৫০ জন পাহাড়ি নেতা-কর্মিকে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

রিভিউর শেষে "ছিন্ন ভিন্ন শান্তি" উপ-শিরোনামে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের অনেক আগেই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এমনকি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ও সেনাবাহিনী লাগামহীন ক্ষমতা ভোগ করে, যার পরিণাম হয় ভয়াবহভাবে পাহাড়িদের অধিকার হরণ। জরুরী অবস্থা জারীর পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে খারাপ হয়। কেন ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে গত ২৭ আগষ্ট ২০০৭ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি হাই কোর্টের নির্দেশ জারী সেনাবাহিনীকে আরো বেশী উৎসাহ যোগাবে। চুক্তির সাংবিধানিক বৈধতা রক্ষা করা হোক বা না হোক, নতুন মাত্রায় বেআইনী সেটলার বসানো ও অব্যাহত ভূমি বেদখল পাহাড়িদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। যখন পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে, তখন বাংলাদেশে এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কেবল নিজের জীবন বিপন্ন করেই সম্ভব।